দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

NOV. 29 2002

সমস্যাজর্জর রাবির কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী

জামিউল আহসান, সিপন, *রাবি থেকে*

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের স্বল্পতা, কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি না থাকায় লাইব্রেরীটি সাধারণ গ্রন্থাগারে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে অবহেলার কারণে এখানে পড়ালেখার পরিবেশ নেই বললেই চলে।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরুতে শহরে ক্যাম্পাসের বড়কুঠিতে ১৯৫৫ সালে ক্ষুদ্র আকারে লাইব্রেরীর গোড়াপত্তন হয়। বছরখানেক পর পার্শ্ববর্তী ভোলানাথ বিশেশ্বর হিন্দু একাডেমী স্কুল ভবনে লাইব্রেরীটি স্থানান্তর করা হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালে বর্তমান মতিহার ক্যাম্পাসের বিএনসিসি অফিসে লাইব্রেরী শাখা স্থানান্তরের পাশাপাশি লাইব্রেরীর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৬১ সালে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে ব্রাঞ্চ লাইব্রেরী খোলা হয়। ১৯৬৩ সালে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ১৯৬৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী আত্মপ্রকাশ করে এবং বিভিন্ন শাখা গ্রন্থাগার থেকে সব বইপুস্তক কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে আনা হয়। দীর্ঘ ৩৮ বছর অতিক্রম হতে চললেও এই লাইব্রেরীতে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি আজও। গ্রন্থাগার সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বইপত্র, পত্রিকা, খবরের কাগজ সংগৃহীত হচ্ছে। বর্তমানে বইয়ের সংখ্যা প্রায় দুই লাখ ৮০ হাজার এবং সাময়িকীর সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। প্রতিবছর গ্রন্থাগারের জন্য ৬শ' ৫০ প্রকারের দেশী-বিদেশী সাময়িকী সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া দেশী-বিদেশী ম্যাগাজিন ও দৈনিক খবরের কাগজ নিয়মিত পাঠকের জন্য পত্রিকা সেকশনে সংযুক্ত হচ্ছে। এই গ্রন্থাগারে পুঠিয়া রাজ এস্টেটের কাছ থেকে প্রাপ্ত অতি পুরনো বই ও পত্রিকা সংগৃহীত আছে। এর মধ্যে ১৮১৮ সালের দিকদর্শন থেকে শনিবারের চিঠি পর্যন্ত অনেকগুলো সাময়িকীপত্র এবং উইলিয়াম ইয়েটসের 'পদার্থ বিদ্যা সার' (১৮২৫) থেকে ঈশ্বরগুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, বিহারীলাল, নবীন সেন, দিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ প্রথিতযশা লেখকদের প্রথম সংস্করণের অনেক গ্রন্থ আছে। কিন্তু এখন এসব বইপত্র ঠিকমতো সংরক্ষিত আছে কিনা সন্দেহ। কারণ আলাদাভাবে বইপত্র সংরক্ষণ করার সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। অথচ একটি লাইব্রেরীতে মূল্যবান পাণ্ডুলিপি, বইপত্র, পত্রিকা সম্পূর্ণ নিরাপত্তার মধ্যে রাখা দরকার। নইলে শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীদের গবেষণার কাজে অগ্রগতির চেয়ে পশ্চাৎপদতা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে।

লেখাপড়ার পরিবেশ নেই কর্তৃপক্ষ নির্বিকার

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম তিনতলা ভবন বিশিষ্ট আধুনিক স্থাপত্য সমৃদ্ধ এই লাইব্রেরীতে আধুনিক ব্যবস্থার তেমন কোন ছোঁয়া লাগেনি। বছর চারেক আগে বৈদ্যুতিক জেনারেটর সংযোগ করা হলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে লাইব্রেরীটিতে প্রস্তাবিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আজও বাস্তবায়ন হয়নি। ই-মেইল, ইন্টারনেট ও ভি স্যাট সংযোগ না থাকায় জরুরী ও প্রয়োজনীয় তথ্য এখানে পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র বহু পুরাতন বই এবং জার্নাল থেকেই তথ্য সংগ্রহ করতে হয় জ্ঞান পিপাসুদের।

বর্তমান লাইব্রেরীতে রয়েছে দুটি বিভাগ। একটি পাঠকক্ষ এবং অপরটি ইস্যু বিভাগ। সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। লাইব্রেরীর প্রথম তলায় ইস্যু বিভাগ ও পুরাতন পত্রপত্রিকা সংরক্ষণ বিভাগ। দ্বিতীয় তলায় সাধারণ পাঠকক্ষ, একটি বিজ্ঞান পাঠকক্ষ ও একটি তথ্য নির্দেশক পাঠকক্ষ এবং তৃতীয় তলায় অফিস, মসজিদ, সংবাদপত্র ও সাময়িকী বিভাগ। লাইব্রেরীটিতে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও গবেষকদের চাহিদার তুলনায় অনেক কম বই রয়েছে। পর্যাপ্ত বই না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই কৌশলের আশ্রয় নেয়। ফলে অন্যজনের পক্ষের সেই বই খুঁজে নেয়া সম্ভব হয় না। আবার কিছু অসৎ ছাত্রছাত্রী বইয়ের পাতা কেটে নিয়ে যায়। ফলে অন্যজনের কাছে বইটি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। অনেকেই আবার বইতে ব্যক্তিগত ও কুরুচিপূর্ণ সাহিত্যচর্চা করে থাকেন। আবার নতুন নতুন গ্রন্থ সংযোজন না করার কারণে ছাত্রছাত্রীরাও লাইব্রেরী বিমুখ হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে বইগুলোর ফটোকপি করতে গেলে ছাত্রছাত্রীদেরকে ফটোকপি শাখায় অতিরিক্ত অর্থ গুনতে হয়। এক পাতা ফটোকপি করতে যেখানে ৫০ পয়সা নেয়ার নিয়ম রয়েছে সেখানে অসাধু কর্মচারীরা এক টাকা করে নেয়। এই লাইব্রেরীতে বিভিন্ন সময়ে বই ক্রয়ের নামে আত্মসাত করা হয়েছে লাখ লাখ টাকা। ৫৬ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ প্রমাণিত হলে একবার ১৩ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়।